দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ১৩।৭।৮৮
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

046

ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা করা হউক

ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা সংক্রান্ত শিক্ষা-মন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাইয়া বলিতেছি যে, এদেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ৩০৯ জন আইনজীবী যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, দেরীতে হইলেও সে ব্যাপারে সরকারের বোধোদয়ের জন্য ধন্যবাদ। এযুগে ইংরেজীকে অবহেলা আত্মহননের শামিল। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইন সংশোধন করিয়া ইংরেজীকে তাহার যথাযথ মর্যাদা দিয়া দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ একদা স্যার সৈয়দ আহম্মদ, নওয়াব আবদুল লতিফসহ যে সকল মনিষীর আপ্রাণ চেষ্টায় আজ আমরা যে অগ্রগতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছি তাহা হারাইতে বেশী দিন লাগিবে না। ইতিমধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার আলামত দেখা দিতেছে। প্রতিবেশী ভারত এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা "তিন ভাষার ফর্মুলা" (স্থানীয় ভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী) গ্রহণ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ দেশ ও জাতি অনেক বড়; সস্তা জনপ্রিয়তার কোন মূল্য নাই।

—মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা।